ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণঃ কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ?

শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯- ২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন এবং এই তহবিল হতে বিশেষায়িত জলবায়ু প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল এর মাধ্যমে বিশেষায়িত এই সকল জলবায়ু প্রকল্পগুলোর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ এবং বাংলাদেশে উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অধীনে গৃহিত বা বাস্তবায়িত সমরূপ কার্যক্রমভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্য ও ভিন্নতা যাচাইয়ের পাশাপাশি প্রকল্পসমূহের মধ্যে বাস্তবায়ন দক্ষতা, প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা এবং টেকসইতা বিবেচনায় কোন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি অধিকতর যৌক্তিক সেই বিষয়টির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার নিমিত্তে বর্তমান গবেষণাটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ড এর অধীনে গৃহীত বা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে তা যাচাই করা এবং উভয় ধরনের প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়ন দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং টেকসই বিবেচনায় কোন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি অধিকতর যৌক্তিক সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু মিল বা ভিন্নতা রয়েছে তা নিরূপণের জন্য বেশ কয়েকটি মানদন্ডে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুই ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কতটুকু মিল বা অমিল আছে তা বোঝার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) প্রদত্ত মানদন্ডের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার মানদন্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পগুলোর চার ধরনের প্রভাব যথাক্রমে অর্থনৈতিক, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক এবং সহনশীলতা তৈরিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত চার ধরনের প্রভাব Likert মানদন্ডে সংগৃহীত মতামতের (গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের) ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ভিত্তিক উপকারভোগী, স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারা সহ), প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণের জন্য একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপটি বাংলাদেশের চারটি উপকূলীয় জেলা বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরার ৩১ টি প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হয়। জরিপের আওতায় ১৭ টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ও ১৪ টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পের অংশীজন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারা সহ) সর্বমোট ৩৯০ জন উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রায় ৪০০ এর বেশি প্রকল্প থেকে ১৭ টি প্রকল্প (দ্বিস্তরবিশিষ্ট) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের মতামত গবেষণায় অন্তর্ভুক্তকরা হয়।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: ২০১৮ এর জুলাই হতে ২০১৯ এর জুন পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় করা হয়েছে এবং একাধিক সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়ছে। বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যসমূহ ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণাটিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রভাবসমূহ, জলবায়ু সহিষ্ণুতায় সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) প্রদত্ত মানদন্ডের আওতাভূক্ত নির্দেশকসমূহের নিরিখে উভয় ধরনের প্রকল্পের প্রভাব ও বাস্তবায়ন দক্ষতা, প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা এবং টেকসই পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় সার্বিক পর্যবেক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর: বাংলাদেশে উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ড এর অধীনে গৃহীত বা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) প্রদত্ত মানদন্ড অনুসারে অর্থনৈতিক প্রভাবের পাঁচটি সূচকের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং গরীব জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো অধিকতর সহায়ক এবং কার্যকর। তবে প্রকল্প পর্যায়ে অন্য তিনটি অর্থনৈতিক সূচকে দুই ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কোন ভিন্নতা পাওয়া যায় নি। পাশাপাশি, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাবের অন্তর্গত সাতটি ভিন্ন সূচকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ব্যতিত অন্য ছয়টি সূচকের ফলাফলের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ সুবিধা ও বিদ্যুত সংযোগের প্রসার, উন্মুক্ত জলাধারে মাছ ধরা, মাছ চাষ ও পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ও উভয় ধরণের প্রকল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় নি। অন্যদিকে সামাজিক প্রভাবের পাঁচটি সূচক যথাক্রমে শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব মূল্যায়নের চারটি সূচকে (পরিবেশ উন্নয়ন, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবেলা ও বন্যার ঝুঁকি কমানোর) উভয় ধরনের প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। তুলনামূলক বিশ্লেষণে উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ হলেও সম্পাদিত কাজের মান গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণার আলোকে দেখা যায়, প্রকল্পগুলোর উপকারভোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনেরা মনে করেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ অধিকতর কার্যকর, এবং বৈদেশিক সাহায্যের মূল্যায়নে ব্যবহৃত ডিএসি মানদন্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর অধীনে বাস্তবায়নরত বা পরিকল্পনাধীন নতুন প্রকল্পগুলো যদি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তবে তা অধিকতর কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলামূলক কার্যক্রমসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং পৃথক করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহে অধিকতর অভিগম্যতা অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ৮: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতিকার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্তনথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

---